চিন্তানুরণন

সাইফুল ইসলাম

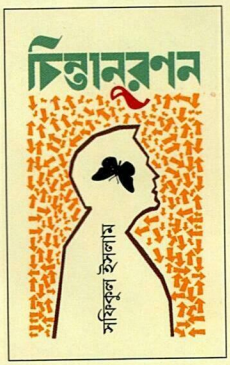

মানুষ বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এসব ঘটনার প্রতিটি বাঁক ও অনুষঙ্গ মানুষের মনে কমবেশি রেখাপাত করে। রেখাপাতের মুহূর্তগুলো মনের মধ্যে ভাবনার সঞ্চার করে। ভাবতে ভাবতে কতিপয় আলোকিত মানুষ তাঁদের চিন্তাশক্তি, ধীশক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেন। এসব বিশ্লেষণী চিন্তার অনুরণনের মধ্য দিয়েই তাঁরা খুঁজে পান দার্শনিক কোনো তত্ত্ব কিংবা প্রকৃতির কোনো স্বর্গীয় বোধ, যা গণমানুষের মনোভাবনা বা বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। সেরকম অনুভূতি ও বোধগুলোকেই দুই লাইনের কবিতার ঢঙে প্রকাশ করেছেন কবি। এ বইটি তাই একই সাথে কবিতা, প্রজ্ঞাসুলভ বোধ ও অনুরণনের দার্শনিক প্রকাশ।

প্রচ্ছদ ■ আল নোমান

চিন্তানুরণন
সফিকুল ইসলাম

প্রকাশক
ডা. শামসুন নাহার রত্না

মাত্রাপ্রকাশ
৩৪ নর্থব্রুক হলরোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : আল নোমান

বর্ণবিন্যাস : মাত্রাপ্রকাশ
মুদ্রণ : মেসার্স ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

গ্রাফিক্স : এক্সপ্লোর কমিউনিক্যাশন্স
৩০৬-৩০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা।

মূল্য : ২২০. ০০ টাকা

কোনোরকম কপি করা মানে আইনের আওতায় আসা

Chintanuranon (a collection of poems) by Sofikul Islam, published by Dr. Shamsun Nahar Ratna, Matraprokash, 34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. 1st Publication : February 2023. Mobile : 01511117172. E-mail : matraprokash@gmail.com.

Price : 220.00 US $ 6.00

ISBN : 978-984-97234-8-6

Kolkata Distributor : Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata-700 073
Office : 033.6455 2245 Mobile : 9830791966
আমাদের সকল বই পেতে ভিজিট করুন : vinnamatra.com

উৎসর্গ

আমার নানা। ভল্লবপুর গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আবুল বাশার ভূঁঞা। আমার প্রথম পথ প্রদর্শক। আমার প্রথম আইডল, যার কথাশিল্প, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাকে মুগ্ধ করত। যিনি আমায় শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন। যার অবদান না থাকলে আমি হয়তো আজকের আমি হতাম না। প্রায় ২৭ বছর আগে তথা ১৯৯৫ সালে তিনি সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন। আমিন।

কবি সফিকুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার বাদৈর গ্রামের সন্তান। ১৯৭৮ সালে তিনি তাঁর মাতুলালয় ভল্লবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে বিবিএ ও এমবিএ করেন, জাপানের কোবে ইউনিভার্সিটি থেকে এমফিল করেন ও অস্ট্রেলিয়া থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন। গ্রাম ও শহরে বসবাস, দেশ ও বিদেশে অধ্যয়ন, ও বিসিএস প্রশাসনে জেলা উপজেলায় কাজের অভিজ্ঞতায় কবি পেয়েছেন বহুমাত্রিক জীবনের অনুষঙ্গ। ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর বহু বাঁকের জীবন কবির। দ্বান্দ্বিকতা, সংশয় ও বৈপরীত্যপূর্ণ মানুষ ও পরিবেশ তাঁর হৃদয়কে নানানভাবে বিদীর্ণ করেছে, অনুরণিত করেছে তাঁর মনোজগৎকে, যার ছাপ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট।

জাতীয় পত্রিকায় নানান সময়ে তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কবিতার বই আগামী প্রকাশনী থেকে ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে নন্দিত হয়েছে। তাঁর কবিতার কাঠামোতে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। প্রতিটি কবিতাই যেন একেকটি দৃশ্যকল্প, যা যেকোনো পাঠকের মর্মে পৌঁছাতে সক্ষম। কবিতায় হৃদয়গ্রাহী কল্পিত গল্পের বাঁক ও আকস্মিকতায় পাঠককে বিমূঢ় হতে হয়। বিষয় নির্বাচনে কবির বৈচিত্র্য খুবই বাস্তবমুখী যেন দেশ, সমাজ ও পরিবারের সকল মানুষের গহীন অনুভূতিকে এক সূত্রে গেঁথে প্রকাশ করেন শিল্পীর তুলিতে, শব্দ, ভাষা ও গল্পকে একসাথে গেঁথে ধনুকের বাঁকের মতো কবিতায় রূপ দেন অনায়াসে।

১।

ছোট ছোট কারণে মন খারাপ হয়, আর বড় কারণে হয় মন পাথর

কারণ ছাড়াও মন, ঝড়ে ছিন্ন পাখির বাসা হয়, হৃদয় শুনসান কবর।

২।

করাতকলে হৃদয় বিদীর্ণ বৃক্ষ, চিড়ে আলাদা হয় কাঠ ও কাঠের গুঁড়া,

অতীত ও মৌল এক হলেও, একটি আদৃত ড্রয়িংরুমে অন্যটি জ্বালায় চুলা!

৩।

সবচেয়ে যে কম জানে তার যেমন কিছু জানা জগত আছে, পুরো অজ্ঞ কেউ নয়

সবচেয়ে যে বেশি জানে তারও তেমন কিছু অজানা জগত আছে, সর্বজ্ঞ কেউ নয়।

৪।

অনেক দরিদ্র দারিদ্র্য লুকাতে পারলেও, কম ধনীই পারে বিত্ত-সুবাস গোপন রাখতে

জ্ঞানী চেষ্টা করলে জ্ঞানীভাব ঢাকতে পারলেও মূর্খ লুকাতে পারে না মূর্খতা একেবারে।

৫।

হাজারো ভক্তের পাশাপাশি কতিপয় সমালোচকও রেখো খেয়াল করে

গর্বে আকাশে উড়লেও পা যেন মাটি থেকে স্ব-মৌল দেখায় সঙ্গোপনে

৬।

সমস্যাতে সমস্যা থাকতেই পারে, সমাধানেও থাকে সমস্যা

ঝিনুক কুড়ালে কেবল মুক্তোই নয় কাদাপ্রাপ্তিও প্রকৃতির হিস্যা।

৭।

লৌকিক লাভে কাজ নাহি করো, কেবল ভয়ে প্রার্থনা‘ নাহি করো

আত্মার তৃপ্তির লাগি করো, স্বর্গীয় ফল স্বয়ংক্রিয় আসবে তা জেনো।

৮।

আনন্দ নিয়ে পড়ো, হজম করো, জ্ঞানের সাথে রিলেট করো, পাও অমৃত

আর প্রসব বেদনাসম চিন্তায় উৎপাদন করো, বিলাও মৌলিকতার অমীয়।

৯।

ঘটনায় থাকে ইতিহাস, খুনসুটিতে সম্পর্ক, আর সত্যে থাকে সত্যতা

তোমার আমার রিস্তা কিছু নেই, কেবল হাওয়াতেই বানাই মধুর তিক্ততা।

১০।

পশ্চাদপদদের সমালোচনায় আধুনিকদের বুলি ‘সভ্যতা‘ ও ‘আধুনিকতা‘

সভ্যদের তৈরি সভ্যতাই বড় অসভ্যতা, এখনো তাই, ভবিষ্যত কী জানি না।

১১।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের বাকরুদ্ধ করে দিয়ে যায়

যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না , তা না বললেই ভালো বোঝা যায়

১২।

একদিনে সব কাজ শেষ করা যায় না, এক জীবনেও না; যা করো তা যথেষ্ট।

কাজের চাপের হাহুতাশে শেষ না হয়ে চড়ুই পাখির মতো হও সীমাতেই তুষ্ট।

১৩।

পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কোনো প্রমান প্রমান না, দাবি দাবি না, কোনো সত্য আদৌ সত্য না

যতই দাবি করুক ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ জানা কোণো ব্যাঙের অঘামঘা স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা।

১৪।

জনগণ মানে যা বাস্তবে নাই, যাদের সাথে যাচ্ছেতাই করা যায়; রাজাও বাজায় বাউলের বাঁশি

জনতার তরে যা হয় তাই গণতন্ত্র, জনগণের নামে হয় সব অগণতন্ত্র; তবু হাসে সবে অট্টহাসি।

১৫।

চিন্তা নিয়ে চিন্তা করে চিন্তাতে হারায়ে, চিন্তার ধোঁয়া ছড়াই

চিন্তার জালে অচিন্তনীয় চিন্তাবৃত্ত পেয়ে, ভাবের ফানুস উড়াই।

১৬।

‘‘জোর করে ভালোবাসা হয় না‘‘, তবে ভালোবাসার পরে ভালোবাসার অধিকারে জোর করা যায়।

আবার ফিরে এসছি, নিজের চোখের জলসাগরে সাঁতার কাটতে এসেছি –তা অনায়াসে বলা যায়।

১৭।

টাকা থাকলেই টাকা উপভোগ করা যায় না, সম্পদ থাকলে যায় না সম্পদ উপভোগ

আকাশখোলা মনন আর, সাগর-গভীর অনুভব লাগে, হৃদয়ে প্রজ্ঞা ও প্রেম করো যোগ।

১৮।

লোকেদের ধর্ম-চেতনা যত বেশি, ধর্ম-জ্ঞান তত কম; ভাষা-চেতনা যত বেশি, ভাষাজ্ঞান তত কম।

অজ্ঞতার সাথে চেতনার সম্পর্ক, আর চেতনার সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ধনাত্মক-তা অমোঘ নিয়ম।

১৯।

প্রতিটি মানুষই দাস ও মনিব, ক্রীতদাসও মনিব, রাষ্ট্রপ্রধানও দাস, স্থান-কাল-পাত্রভেদে

,পার্থক্য শুধু কার দাস, কীসের দাস, কখন দাস, কোথায় দাস – এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে।

২০।

সুখের আশায় যারই কাছেই যাও,

আসলে দু:খের পথই খনন করে যাও।

২১।

তাকাই, দেখিনা; শুনি, শ্রুত হয়না; ধরি, ধরা পড়েনা; উজ্জল বাহির তবু অস্বচ্ছ ভেতর

অদৃশ্য অবয়বে নিরাকারে আকার, আকারে নিরাকার; ভেতরে হাহাকার, কেবলি হাহাকার।

২২।

যত ভিরে যাই, তত একা হই, নিজেই বাই নিজের মই।

যত শব্দ পাই তত স্তব্ধ হই, যত কর্ম করি, তত অকর্ম হই।

২৩।

কাল তুমি যা ছিলে, আজ তুমি তা নেই, মানুষ অদভূত।

একটু আগে যা ছিলে, এখন তুমি তা নেই, সত্য টুকটুক।

২৪।

‘বুঝি আবার বুঝিওনা’ ব্যাপারটাই সত্য আর সব মিথ্যা, লাগ ভেলকি লাগ।

জগতে সুনিশ্চিত বিষয়গুলিই বেশি অনিশ্চিত, ডাকরে দয়াল ডাক।

২৫।

মনকে বলো নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে, করবে কীভাবে যে মন নিজেই নিয়ন্ত্রণহারা?

পাগলা কুকুরের কাছে শান্ত ব্যবহার আশা করে তুমি পাগলও খাও ঠাঠা রামধরা।

২৬।

স্বৈরাচার গণতন্ত্রে আসলেও সে স্বৈরাচারী থেকে যায়, গণতান্ত্রিক হয়না, হলে সে আর মানবিক থাকেনা।

নাস্তিক আস্তিক হলেও সে নাস্তিকই থেকে যায়, ধার্মিক হয় না, হলে সে আর মানুষ থাকে না।

২৭।

দু:খের ক্ষতে পবিত্র হয়ে সুখের দেখা পায়, টানা সুখ পানসে লাগলে দু:খের কাছে যায়, আহ!

দম বন্ধ হওয়ার মতো পরিবেশ থেকে বাঁচতে চায়, তাই দম বন্ধ হওয়ার ঔষধ লোকে খায়, বাহ!

২৮।

প্রেম আর ঘৃণা ভাই ভাই, মাঝখানে নদী বয়ে যায়

জায়গার দূরত্ব মাপা যায়, মনের দূরত্ব বোঝা দায়।

২৯।

মানুষ নিজের সাথে যত কথা বলে, কারণে অকারণে

অন্যের সাথে তত বলেনা, যদিও দেখো বহি:গণনে।

৩০।

যে অন্যের গায়ে হাত তুলে, তোমার সামনে বা তোমারই ছায়ায়

একদিন সে তোমার গায়েও হাত তুলবে, অন্যের সামনে অন্যের ছায়ায়

৩১।

মানুষ মারা যাবার পরে তার কবর অন্যেরা খুঁড়ে

জীবিত থাকাবস্থায় তার নিজের কবর সে নিজেই খুঁড়ে।

৩২।

কোকিলের কুহু কুহু শোনার আপাত-দর্শক না থাকলেও প্রকৃতিতে দর্শক থাকে

মানুষের চেঁচামেচি শোনার ও রাগ বোঝার লোক নেই মানে তার কেউ নেই।

৩৩।

কিছু মানুষকে ডাস্টবিনে ফেলতে গিয়ে যখন দেখবে এরা ডাস্টবিনের চাইতেও বেশি পঁচা,

তখন ডাস্টবিনকেই এদের উপরে ফেলে দিয়ে ডাস্টবিন মানুষ নিয়ে করবে কৌতুক মজা।

৩৪।

বন্যার্ত্যকে জলের ফোয়ারা দিওনা, মরুভূমির তপ্তজনকে অগ্নিহল্কা দিও না, হিতে বিপরীত।

ভালো জিনিস সবসময় ভালো হয় না, অতিশয় ভালোবাসাও হতে পারে মারাত্মক বিষ।

৩৫।

অনেক থাকা যেমন একটা শক্তি, কিছুই না থাকাও তেমন একটা শক্তি।

কিছুই না থাকা যেমন কিছু ঝুঁকিপূর্ণ,অনেক থাকাও তেমন কিছু ঝুঁকিপূর্ণ।

৩৬।

সুন্দর একা সুন্দর হলেও সুন্দরী একা বড় বেমানান

অবাক আফসোসে অপেক্ষায় থাকে লক্ষ তারা চাঁন।

৩৭।

হৃদয় যখন আয়তন ও গভীরতায় বড়, মোরব্বা ক্যাচা ক্যাচবেই

কষ্ট পাওয়া যখন নিশ্চিত নিয়তি, তখন একরকম উপভোগ্যই।

৩৮।

ফালতু দুনিয়ারে আলতো করে আছাড় মারো বাজাও তালি

ঠাঠাঠা টাসটাস দ্রিম দ্রিম বুউম বুউম ফাটাও জীবনখানি।

৩৯।

হংস বা ডিম কিছুই আশা করি না, তবু সন্ধিগ্ধ চোখে নিষ্ঠুর ন্যাকামি

বিড়বিড় বা হৃদস্পন্দন তার চোখে পড়ে না, যেন বোবা-কালা আদমী!

৪০।

সীমানা ছাড়িয়ে যাবো বলে দৌঁড়াতে থাকি, কত কল্প-বাস্তবতা আঁকি,

দৌঁড়ে জীবন-বর্ডারে পৌঁছে ষোলো আনাই ফাঁকি, তবু মন মারে উঁকি!

৪১।

প্রতিবেশীর পথ বন্ধ করতে সীমানায় বেড়া দেওয়ার মতো, সম্পর্কে ব্লক দেয় কুজনে

সীমানা প্রাচীর ভাঙ্গা যায়, মনের দেওয়াল ভাঙ্গা যায় না , যদি মন না মিশে দ্রবণে

৪২।

পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থলে ঘাসের উপর বসে ফড়িং ভাবে সে কার পক্ষ নেবে?

পদ্মা মেঘনার পানি মিলে বা আলাদা হয়ে বহে ভেসে চলে যায়, ফড়িংকেও নিয়ে!

৪৩।

কত চাওয়া ঢোক গিলে যাই, অদৃশ্য কারণে অনুক্ত!

এমনি মৃত্যু মৃত্যুই নয়, ইচ্ছের মৃত্যুই আসল মৃত্যু।

৪৪।

কিছু সরল লোক যত বড় পরিসরেই যাক না কেন, সরলতা ছাড়তে পারে না।

কিছু জটিল লোক যত ছোটো পরিসরেই থাকুক না কেন, জটিলতা ছাড়তে পারে না।

৪৫।

অভিনয়ের ভিতরেই থাকে 'প্রকৃত', যেন পূর্ণিমা চাঁদের বিকিরণ

এসবের আশকারায় মশকরা হাসে পতপত ভ্রমরা মন অকারণ।

৪৬।

দু:খ পোড়া গন্ধ ছড়ায় জীবন, জ্বালানী হয়ে আরে রেরে রেরে।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজেকেও অনায়াসে পোড়াতে পারে

৪৭।

কান্নামুখের কান্না সবাই দেখলেও

হাস্যোজ্জলের কান্না কেউ দেখে না।

৪৮।

মানুষ যত নিচে নামে তত উপরে উঠতে চায়

মানুষ যত উপরে যায় তত নিচে নামতে ভয় পায়

৪৯।

মানুষ যত বেশি অন্যকে নিয়ে ভাবে, তত বেশি নিজেকে ঠকায়

মানুষ যত বেশি নিজেরে নিয়ে ভাবে, তত বেশি অন্যরে ঠকায়।

৫০।

যারা নিজের গুরুত্ব বোঝাতে নিজের ছবির পেছনে আরও কয়েক জনের ছবি দেয়

তাদেরকে অন্যরা দেখতে পেলেও, তারা নিজেই নিজেকে খুঁজতে গিয়ে পায় না।

৫১।

একজন মানুষ খুন করা হলে একজনই খুন হয় বা কিছু লোকের সমস্যা হয় বটে

কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান খুন করা হলে হাজার লোক খুন হয় আর লক্ষ লোকে ভোগে।

৫২।

মানুষ। অন্যকে হারালে খুঁজে পেতে পারে।

নিজেকে হারালে কিছুতেই আর খুঁজে পায় না।

৫৩।

বড় মানুষ ছোট পদকেও বড় করে তোলে

ছোট মানুষ বড় পদকেও ছোট করে তোলে।

৫৪।

যে নিজের বস হতে পারে না, সংযত রাখতে পারে না, সে অন্যের বস হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না।

যে নিজের কাছ থেকে আদায় করতে পারে না, সে অন্যের কাছ থেকেও আদায় করতে পারে না।

৫৫।

ফাঁসিতে লোকদেরকে ঝোলায় বলে জল্লাদকে অনেকেই ভয় পায়, ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে।

কিন্তু জল্লাদ যাদের আদেশক্রমে সব বাস্তবায়ন করে তাদেরকে লোকেরা সদা তোয়াজ করে।

৫৬।

গরীবরা যেমন ধনীদের কিছু বিষয় চাইলেও ভোগ/উপভোগ করতে পারেনা।
ধনীরাও তেমন গরীবদের কিছু বিষয় চাইলেও ভোগ/উপভোগ করতে পারেনা।

৫৭।

বিড়াল যখন লেজ নাড়ায় বন্ধ করা যায়

লেজ যখন বিড়াল নাড়ায় বন্ধ করা দায়

৫৮।

চার দেয়ালের বন্দীকে চাইলে মুক্ত করা যায়, বা সে বন্দী থেকেও হতে পারে ভাবনায় মুক্ত ।

চিন্তায় বন্দীকে মুক্ত করা যায়না, মুক্ত থেকেও সে বন্দী, জড়োসড়ো সীমানায় বড্ড আবদ্ধ

৫৯।

ঘুড়ি যখন আকাশে উড়ে তখন মাথা নেড়ে বলে, আর আসবে না মাটিতে।
তাকে পড়তেই হয়, হয় নাটাইর টানে কিবা তুফানের তুরে, আগে বা পরে।

৬০।

কখনো কখনো জীবনের কিছু সময় হয় এমন

নিজেকেই লাগে অপরিচিত।, যেন কেমন কেমন।

৬১।

পদ (পা) পরিস্কার করা যত সোজা, পদ(পজিশন) পরিস্কার রাখা তত সোজা নয়, পদ আপদ হয়।

পদে বসে কেউ নিজে কাঁপে, কেউ পদকে কাপাঁয়; কেউ পদস্থ হন, কেউ পায় অপদস্থ হবার ভয়।

৬২।

শোনার মতো কান থাকলে অব্যক্ত কথাও শোনা যায়।
শোনার মতো কান না থাকলে ব্যক্ত কথাও শোনা যায়না।

৬৩।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পুরোপুরি শিশুসুলভ আচরণ করলে, সে একটা পাগল।
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একটুও শিশুমন না থাকলে সে প্রায় অমানুষ।

৬৪।

পৃথিবীতে ধনী-গরীব, বড়-ছোট সব মানুষের দুটি জিনিস কমন বিষয় আছে.

এদের প্রত্যেকের অনেক কিছু আছে; এদের প্রত্যেকের অনেক কিছু নেই।

৬৫।

কেউ যেভাবে থাকতে চায় তাকে সেভাবে রাখার নামই হলো তাকে ভালোবাসা। আবার,
কেউ যেভাবে থাকতে চায় তাকে সেভাবে রাখার চেষ্টা করা হলো আত্মবঞ্চনা।

৬৬।

মানুষ নদীর কথা যত বলে কূলের কথা তত বলেনা।
অথচ আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে কূলের অবদান কোনোভাবেই কম নয়।

৬৭।

যে নদীতে ছলাত করে ঢেউ আছড়ে পড়ার তীর নেই সেই নদী আর নদী নেই।

সংসারে যার প্রতিক্রিয়া দেখাবার পাত্র নেই, তার মতো দু:খী আর কেউ নেই।

৬৮।

বাচ্চাদের বাচ্চাপনা দেখে মানুষ হাসে আর আমাদের দুনিয়াপনা দেখে বিধাতা হাসে

সমস্যাসহ জীবনই উপভোগ্য জীবন, সমস্যাবিহীন জীবন হলো নিরামিষ ও পানসে

৬৯।

কিছু লোকের ‘কিছু‘ নাই আবার ‘সব‘ আছে, কিছু লোকের ‘সব‘ আছে আবার ‘কিছু‘ নাই

আপেক্ষিক দ্বান্ধিকতা খেলেন সাধু সাঁই, কানা অধম আয়েশ করে গরু-মূলার ঝোল খায়

৭০।

যারে না পেলে মারা যাবে বলে দিয়েছো হুমকি, শুনে যাই অবাক বনে

সে-তো ইতোমধ্যে মরেই গিয়েছে, তার জীবন্ত এই লাশ সামলাবে কে?

৭১।

মানুষ করতে পারে এমন তালিকা অনেক বড় তা যেমন সত্য,

মানুষ করতে পারে না এমন তালিকাও অনেক বড় তাও সত্য,

৭২।

চোখের জলই কেবল সত্য আর সব যেন মিথ্যা খেলা,

আমি কোনো পথই চিনতাম না, তুমি চেনাও, তাই হাঁটা।

৭৩।

পঙ্কজলে কেউ পায় কেবল কাদা, কেউ মজে সাঁতারে অবাধ

একজনের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন মাপা কেবলি প্রমাদ।

৭৪।

জটিল কথা যখন সহজ করে বলা হয়, সেটাই গভীর কথা,

সুফি সাধক কবি লেখক সেভাবেই বলে যায় গুঢ় তত্ত্ব কথা।

৭৫।

সমস্যাসহ জীবনই জীবন। সমস্যাবিহীন জীবন আসলে মানুষের জীবন না।

এত পানসে লাইফ মানুষের মনে টানে না, মগজে ধরে না, আত্মায় পায় না।

৭৬।

চলার জন্য রাস্তাঘাট দিলে, চলতে দাও না স্বাধীনভাবে

বলার জন্য বাকযন্ত্র দিলে, বলতে দাও না মুক্ত রবে।

৭৭।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকেই পুকুরের জল শেষ হয়

জীবনের পেছনে দৌঁড়াতে গিয়েই জীবন শেষ হয়।

৭৭।

সময়, ভাবনা, মনোযোগ যারে বেশি দিবা

তার কাছ থেকেই তুমি বেশি দাগা পাবা।

৭৮।

বাক স্বাধীনতায় মুখর যারা, অন্যের বাকে বিরক্ত কভূ তারা
নিজের মুখের ছায়া ঢেকে ফেলে, নিজেরই অন্তর- ছায়া।

৭৯।

বন্ধুরাই, কষ্ট দেয়। বন্ধুদের থাকে এই ফকিরি প্রবৃত্তি

তাদের দেওয়া কষ্টই মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি।